ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

APR 22

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধে রংপুরে প্রতিক্রিয়া

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বলে মন্তব্য অনেকের

পরিমল মজুমদার, রংপুর থেকে : আওয়ামী লীগ সরকার আমলে প্রতিষ্ঠিত দেশের ৩টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে। প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ের পর বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে রংপুরের একটিসহ এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই এ তিনটি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতির নির্দেশ জারি করে প্রকল্পের আওতায় সমস্ত হিসাব নিকাশ, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংশ্লিষ্ট জেলার ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে গত সোমবার হস্তান্তর করা হয়েছে। দেশের মোট ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কি কারণে তিনটির কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলা হলো সে সম্পর্কে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো কোনো কথা বলতেই নারাজ। এদিকে সরকারের এই প্রতিহিংসা ও বিমাতাসুলভ সিদ্ধান্তে রংপুর অঞ্চলবাসীর মাঝে চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ সরকার বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে গণমুখী করে মানুষের দোরগড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের ১২টি পুরাতন জেলা শহরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ জন্য জাতীয় সংসদে বিল পাস করা হয় এবং ওই প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের জন্য একনেক-এর বৈঠকে অনুমোদনও নেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় রংপুর, দিনাজপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, বগুড়া, পাবনা ও বরিশাল জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে প্রথম পর্যায়ে ৬টি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এগুলো হলো– রংপুর, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি ও টাঙ্গাইল জেলায়।

এর মধ্যে প্রথম সারিতে ছিল রংপুর। এজন্য রংপুরে ... পরিচালক নিয়োগ, অফিস ভাড়া, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য খরচের জন্য ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। '৯৯ সালের ২৪ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অধিগ্রহণকৃত জমিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর শহরের কেরানীপাড়ায় একটি বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমও শুরু হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে শিক্ষা সচিব সাদত হুসাইন স্বাক্ষরিত দু'দফা পত্রে গত জুলাই মাস থেকেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্যও বলা হয়। প্রতিটি বিভাগে ২০ থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তির কথা প্রকল্প পরিচালকের কাছে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে প্রকল্প পরিচালকগণ তাগাদা পেয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি নিতে থাকা অবস্থায় বর্তমান সরকার উল্লেখিত ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পরিস্থিতি একনেক এর সভায় পেশ করার জন্য প্রকল্প পরিচালকদের কাছে জানতে চায়। এরই এক মাসের মধ্যে হঠাৎ করে একনেক এর বৈঠকে বিষয়গুলো উত্থাপিত হওয়ার আগেই দিনাজপুর, পটুয়াখালী ও টাঙ্গাইল বাদে অপর তিনটি প্রকল্পের কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়।

শুধু তাই নয়, প্রজ্ঞাপণ জারি করে কর্মচারীদের বেতনভাতা বন্ধ ও অধিগ্রহণকৃত জমি ফেরত দেওয়া হয় বলে এই প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অনেকেই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে উল্লেখ করছেন। বর্তমান সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রংপুর জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন মহল আন্দোলন কর্মসূচিতে নামছেন। এর মধ্যে ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় রংপুর নাগরিক কমিটি এক জরুরি সভা করে এ ব্যাপারে